জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০•০—

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনে পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফ ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফো ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরা করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই মাঘ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 27th Jan, 1954 | ৩৫শ সংখ

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

২৩শে জানুয়ারী

—০—

পঙ্কে অনেক দ্রব্যই জন্মে, কিন্তু পঙ্কজ বলিলে; যেমন একমাত্র পদ্মকেই বুঝায়, তেমনি ভারতে বহু নেতৃবৃন্দ জন্মিয়া স্ব স্ব নেতৃত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তবুও **নেতাজী** বলিলেই একমাত্র বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে সুভাষচন্দ্র বসুকেই বুঝায়। এই ২৩শে জানুয়ারী তাঁহার জন্মদিন। প্রতিবৎসরই তাঁহার জন্মদিন পুণ্যতিথি বলিয়া তাঁহার দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক উদ্যাপিত হইয়া থাকে। এ বৎসর এই তারিখে কলিকাতার উপকণ্ঠে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনের অনতিদূরে কল্যাণীতে কংগ্রেসনগর নামক নূতন নগর সৃষ্ট করিয়া সেই নবনির্ম্মিত নগরে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহেরু বেলা সাড়ে আটটার সময় নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তির গলদেশে মাল্যদান করিয়াছেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (তখন নেতাজী আখ্যা প্রাপ্ত হন নাই) হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করার পর ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার জন্য মহাত্মা গান্ধীর পছন্দসই প্রার্থী ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিপুল ভোটাধিক্যে সুভাষচন্দ্র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। মহাত্মাজী ফতোয়া দিলেন, 'এ পরাজয় সীতারামিয়ার নয়, পরাজয় আমারই'। মহাত্মাজীর পরাজয় গ্লানি মুছাইবার জন্য তাঁহার অনুগত নেতৃবৃন্দ প্যাঁচ খেলিয়া সুভাষচন্দ্রের ওয়াকিং কমিটি গঠন করা অসম্ভব করিয়া তুলিলেন। সে সময় সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হন, তানা হইলে শেষ পর্য্যন্ত কি হইত বলা যায় না। ত্রিপুরী অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্বেচ্চারে করিয়া সুভাষচন্দ্র আসিয়া কংগ্রেস সভাপতি-পদ ইস্তফা দেন। তৎপরে বামপন্থীগণকে লইয়া ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথমে জেলে এবং পরে স্বগৃহে আটক থাকেন। সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া বার্লিন, বার্লিন হইতে সিঙ্গাপুরে আজাদ বাহিনী গঠন করিয়া স্বনামধন্য হইলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের আগে তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহারাই এই সুযোগ করিয়া দিলেন নেতাজী হইবার জন্য। এখন অনেকে বিশেষতঃ আমাদের পাড়াগাঁয়ের সরলপ্রাণ ব্যক্তিরা জিজ্ঞাসা করেন – বলতে পারেন—নেতাজী নিশ্চয় বেঁচে আছেন—নচেৎ যাঁহারা তাঁকে মরেছেন কি বেঁচে আছেন ঠিক না জেনেই চিতাভস্মের পাত্র দেখান, তাঁরাই আবার তাঁরই মূর্ত্তির পূজা করেন। আমরা ঠিক জানি না—নেতাজী ইহলোকে না পরলোকে। তাই কাহারো কাহারো প্রশ্নে উত্তর দিই—নেতাজী বাঙলার কায়স্থ! তিনি যেভাবে অন্তর্দ্ধান হইতে পারেন, তাঁহার কথা বলা কঠিন। মনে মনে বলি—"খোশ খবরকা ঝুটাও আচ্ছা।"

এই প্রকার অতিমানব সম্বন্ধে

"যেষাং মনোবৃত্তিরুদেতি যাদৃক
তে তাদৃশং ত্বাং পরিকল্পয়ন্তি।"

অর্থাৎ যার মনে যা উদয় হয়, তোমার সেই পরিকল্পনা সে করিয়া থাকে। নেতাজী যে চিরজীবি সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নাই। জয় হিন্দ।

কল্যাণী কংগ্রেস

—০—

কেউ কেউ উপহাস ক'রে আমাদের বল্‌ছেন তোমরা কল্যাণীতে যাবে না? যদি না যাও, লিখবে কি ক'রে? উত্তর করলাম—না গেলে কি লেখা যায় না! তবে শোন—কতকগুলি মেয়েছেলে এক স্থানে বসে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে, একজনকে একজন জিজ্ঞাসা করলো—দিদি, তুমি কখনও বাঘ দেখেছ? দিদি উত্তর দিল না ভাই দেখিনি। প্রশ্নকর্ত্রী তখন বল্‌তে লাগলো—আজ মামীর মা ঘাটে গিয়ে দেখে এসেছে—ঘাটে বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে আছে। রাত্রে বাঘে ঘাটে জল খেতে নামে কিনা, তাই কাদার উপরে পায়ের দাগ আছে। দিদি উত্তর করলো—তাই নাকি? বলে একটি ছড়া কাটলো—

"ঘাটে গিয়ে মামীর মা
দেখে এলো বাঘের পা
তু বল্লি মু শুন্‌লাম
যা হোক বাবা, বাঘ দেখলাম।"

কোন্ বৎসরই বা কংগ্রেস্ দেখি? কিন্তু লিখিতো সব বৎসরই। তেমনি করেই লিখবো।

কংগ্রেস হ'য়ে গেল, এবার আমরা লিখছি। কল্যাণীতে কংগ্রেস নয় যেন রাজস্থূয় যজ্ঞ। যজ্ঞকর্ত্তা—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম, পি, আর কল্যাণীর কল্যাণকামী স্রষ্টা ঋত্বিক্ পশ্চিম বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। যজ্ঞেশ্বর—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু। হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবতা আছে, কংগ্রেসের অধিষ্ঠাতা দেবতা কত তা জানা না থাকলেও যতদূর শোনা গেছে—মোটের উপর ব্যয় ১২ লক্ষ টাকার উপর। ৬ লক্ষ আদায় হয়েছে নগদ দান হিসাবে। বাপ্‌রে! ক'জনে এই টাকা দান করলে রবি.. কে জানে? এই দানের ফল দাতারা পেয়েছেন না পরে আদায় করবেন? বিধান জন্মদিনেই লক্ষ টাকা ওঠে! দানে ৬ লক্ষ টি পত্রে ২ লক্ষ; দর্শক সদস্যগণের খাদ্য ইত্যাদি ব প্রদর্শনীর ষ্টল ভাড়া অন্যান্য ব্যবস্থাদি দ্বারা প্রায় লক্ষ টাকা আদায় হবে। এইতো হলো ১২ লক্ষ

যাদের হৃদে বাঁধা রাধারমণ, ড়িয়া
তাদের কি অসাধ্য সাধন!

১৪ই জানুয়ারী হইতে ২৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রায় পক্ষকাল অভ্যর্থনা সমিতি তাদের রান্না ঘর হ'তে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের খাবার পরিবেষণ করেন। ৬০০ মণ চাউল, ৩০০ মণ গম, ৯০০ মণ আলু, ৫০০ মণ ফুলকপি, বাঁধাকপি, ৩০০ মণ ডাইল, ৩০০ মণ সরিষার তেল! দেশের লোকে বলে—

"বার মণ তেলই না হবে,
রাধাও না নাচবে!"

৩০০ মণ ১০ মণ ঘৃত।

২০০ পাচক, ৩০০ পরিবেষক-পরিবেষিকা। এইতো অভ্যর্থনা সমিতির বন্দোবস্ত। তাছাড়া নগরের রেস্তোরা, চায়ের দোকান হতে আহার্য্য

দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা কংগ্রেসের বক্তৃতা শুনিনি। যাত্রার দলের বক্তৃতায় শুনেছি—ভীমের বক্তৃতা—"কাঁপিবে মেদিনী এই ভীম পদভরে।" গদা নেড়ে দেখেছি তুলো পোরা গদা। মেদিনী একটুও কাঁপে না। কংগ্রেসে যিনি যা বলেন, তিনি তাই করেন! প্রফুল্ল সেন মশায়, মিঃ কিদোয়াই সাহেবকে দেখিয়ে একবার নিন্দুকের দলকে ডেকে দেখান পশ্চিম বাঙলায় কোন্ নেমক হারাম বলে—লোকে খেতে পায় না? এই খাবারে বের করো কাঁকর! বৃষ্টিপাত ছলে বাঙলা মা তার চোখের জল ফেলে যেন কোন্ সন্তানের শোক জ্ঞাপন করলেন তা ত্রিকালজ্ঞ নেতৃবৃন্দ বল্‌তে পারেন। শীতে বরষার আবির্ভাব। এ বিপর্য্যয় মঙ্গলায় চ না বধায় চ? কংগ্রেস দীর্ঘজীবী হউক।

নেতাজীর জন্মদিবসে সভা

গত ২৩শে জানুয়ারী শনিবার জঙ্গিপুর নেতাজী পার্কে স্থানীয় মোক্তার শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর জঙ্গিপুর পৌরসভা, সরস্বতী লাইব্রেরী, জঙ্গিপুর কলেজ, জঙ্গিপুর হাই স্কুল, আর-এস-পি প্রভৃতির পক্ষ হইতে শহীদ স্তম্ভে ও নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্য দেওয়া হয়। শ্রীবরুণ রায় ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

বাটখারা কমে সাজা

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজারের তেলেভাজা ও মিষ্টান্ন বিক্রেতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষের দোকানের বাটখারার ওজন কম হওয়ায় পুলিশ কর্ত্তৃক ফৌজদারী সোপর্দ্দ হয়। বিচারে তাহার ১৫ দিন কারাদণ্ড ও ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

মৌলভী সাহেবের মৃত্যু

বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব মৌলভী মানোয়ার হোসেন চৌধুরী সাহেব এপোপ্লেক্সি রোগে গত ৬ই মাঘ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র, চারি কন্যা ও অনেক পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

কল্যাণীনগরে কংগ্রেসের

ঊনষষ্টিতম তম-কীর্ত্তন

দিল কোন্ নরবর পুরী হেন মনোহর
সাধের এ কল্যাণী নগরে!
বুদ্ধিমান লোক যারা বোকা মেরে খায় তারা
কাটে দিন এমনি রগড়ে
শ'এতে পঁচাশিজন, নিরক্ষর অভাজন
বুদ্ধিহীন অধিবাসী যথা—
সে দেশে নায়ক সাজি, চালাইয়া ধাপ্পাবাজি,
তেয়াগী মহান্ত সাজে তথা।
রাজশক্তি পেয়ে হাতে, কর্ত্তা সাজে যাতে তাতে
করে নিত্য অসাধ্য সাধন,
ইহাদের সঙ্গ লভি, দুরাত্মা মুনফা লোভী,
সবে তার করে আরাধন।
দিবারাত্রি কুতুহলে, এ করি, তা করি বলে,
নূতন করিব আরও কিছু
'কল্যাণী' নাম দিয়া জনপদ বানাইয়া
লেগে গেল কল্যাণীর পিছু।

ভাবিলেন মনে মনে, কংগ্রেস অধিবেশনে,
সুবিখ্যাত করিয়া এই স্থান।
জনশূন্য ফাঁকা মাঠ, করিবারে রাজ্যপাট
ইচ্ছা কৈল পুরুষ প্রধান।
জাতীয় সভার স্থলে, আনি নেতা নেত্রীদলে,
পক্ষ ব্যাপী লাগাতে উৎসব
কার সাধ্য দেয় বাধা, হেলায় হবে সমাধা,
করিলেন আয়োজন সব।

করি এই উপলক্ষ মুদ্রা বার তের লক্ষ
সংগ্রহ করিয়া অবহেলে।
পাত্র মিত্র সবে মিলে, পুরী এই নিরমিলে
নূতন রকম খেলা খেলে।

—•—

যা কেউ দেখেনি তাই দেখাবে
বিশ্ববাসীজনে।
দক্ষ যজ্ঞ হার মেনে যায়
দেখে আয়োজনে।
আকাশে উড়িয়া ট্রেনেতে চড়িয়া
আসিল অতিথি যত।
থাকিবার স্থান করিল প্রদান
সবাকারে বিধিমত।
অভ্যর্থনা সভাপতি বঙ্গাধিপ মহামতি
তিলেক সোয়াস্তি নাই তাঁর।
যেটুকু করেন কাজ, তার শতগুণ আওয়াজ,
তার শতগুণ অহঙ্কার।
এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ,
কে মালিক ঠিক করা দায়।
আহা কিবা বাহাদুরী পর-ধনে পোদ্দারী
সবে বলে বলিহারী যায়।
কংগ্রেসের সভাপতি, শ্রীজহর মহামতি
এলেন বিজয়লক্ষ্মী সহ।
কর্ত্তারা তাঁদের পাশে ঘন ঘন যায় আসে
ব্যস্ততা দেখাতে অহরহ।

যে যার বাড়ীতে গিয়ে, আসে রাত্রি কাটাইয়ে
দিন হ'লে কল্যাণীতে আসে।
নিয়ে খুব বাহাদুরী, এধার ওধার ঘুরি,
মনানন্দে মনে মনে হাসে।
স্বরগে দেবতাগণ, করে সভা আবাহন,
ঘুচাতে এদের অহঙ্কার।
বরুণ পবনে মিলে, দর্পচূর্ণ ভার নিলে,
বৃহস্পতি রাত্রে তোলপাড়।
নেহেরু জহর নিজে দোতলার ঘরে ভিজে
নীচে এসে লইল আশ্রয়।
দেবতার ইচ্ছা পূর্ণ, দর্পীদের দর্পচূর্ণ,
তাতেও কি লজ্জা কারো হয়!
পদে পদে পায় বাধা, মিটিঙের স্থানে কাদা
সভাস্থল হইল ইস্কুলে।
সাধ্য নাই গণিবার চলে লোক অনিবার
ছাদে চড়ে, ট্রেনে ট্রেনে ঝুলে।
হুজুগের দেশ এ যে স্ত্রী পুরুষ সেজে গুজে
সঙ্গে নিয়ে শিশু সবে যান।
যাবার সময় যায়, আসিবার যান নাই,
আহা কিবা অতুল্য বিধান।
হাজার হাজার যাত্রী, কেঁপে কাটে সারারাত্রি
খাবার মিলেনি এক দানা!
সম্বোধি উদ্যোক্তাদলে, কত মিষ্ট ভাষা বলে
নানাজনে গালি দেয় নানা।
ঢাক বাজাইয়া দেশে, মারে লোকে কত ক্লেশে,
চোখে দেখ—যাহা আছে শুনা।
শুনহ প্রধান মন্ত্রী, এসব শাসন-যন্ত্রী
হেন সব শাসন নমুনা।
জানো পুলিশের গুঁতো বিজয়লক্ষ্মীর জুতো
চুরি হলো সভাস্থল হ'তে।
অধিকাংশ মাতব্বর অহঙ্কারী বর্ব্বর
লজ্জা নাই তবু কোন মতে।

সাধারণতন্ত্র দিবস

সাধারণতন্ত্র দিবসের চতুর্থ বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে ২৬শে জানুয়ারী বেলা ৮-৩০ মিনিটে মহকুমা-শাসক মহোদয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও পুলিশ প্যারেডে অভিনন্দন গ্রহণ করেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৫৪

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৬১৪ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং অহিভূষণ সেন দিং দাবি ৩৭৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ১-৪৪ শতকের কাত ৪৵০ আঃ ১৫৲ খং ১১১

৩১৩ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী দেং সরোজ মোহন মজুমদার দিং দাবি ৪২৷৵৬ থানা সুতী মৌজে জগতাই ৮।২।০ বিঘার কাত ৮।৪ আঃ ৪০৲ খং ৩৪৬ মায় অধীনস্থ খং ৩৪৭ হইতে ৩৪৯

৩১৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৯৲ মৌজাদি ঐ ৮/৪॥ কাঠার কাত ৬৵১০ আঃ ৩৫৲ খং ৩৪৪ মায় অধীনস্থ খং ৩৪৫

৪২৪ খাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং সাতকড়ি সেখ দাবি ১১৷৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জ্জাপুর ৫ শতকের কাত আঃ ৫৲ খং ৪১৬

৪২৫ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯৵৬ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত আঃ ৭৲ খং ৪২৫

৪৩৬ খাং ডিঃ ঐ দেং করিম বিশ্বাস দিং দাবি ২৭৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ভাবকী ৫৭ শতকের কাত ২৲ আঃ ১৫৲ খং ৪১১

বিজ্ঞপ্তি

বহরমপুর পৌরসভার কমিশনারবৃন্দ বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনস্থ হাট বাজার, কোর্ট কাছারী, ব্যাঙ্ক, স্কুল, কলেজ ও রেল ষ্টেশনের অতি সন্নিকটস্থ ৮-৭৩ আট একর তিয়াত্তর শতক জমি বাসগৃহ বাগ বাগিচা ইত্যাদি নির্ম্মাণের উপযুক্ত বিভিন্ন প্লট অনুসারে প্রতি প্লটের সর্ব্বোচ্চ দরে নিলাম খরিদ্দারকে বার্ষিক কাঠা পিছু ১৲ এক টাকা মাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত দিতে ইচ্ছুক। জমির প্ল্যান ও প্লটের নক্সা যে কোন দিন (ছুটির দিন ব্যতীত) বেলা ১১টা হইতে ৪ ঘটিকার মধ্যে প্রদর্শনের জন্য বহরমপুর পৌর-সভা অফিসে রক্ষিত হইয়াছে। খরিদেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে নিলাম খরিদ জন্য আগামী সন ১৯৫৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১২ ঘটিকার সময় বহরমপুর পৌর-সভা অফিসে হাজির হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইতি—৭।১।৫৪

স্বাক্ষর—শ্রীমনোরঞ্জন সেন
চেয়ারম্যান
বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটী।

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

জঙ্গীপুর

স্থান—ম্যাকেঞ্জি পার্ক, রঘুনাথগঞ্জ

তারিখ—**১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত**

থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, বিচিত্রানুষ্ঠান, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠান।

বিশেষ আকর্ষণ—**জঙ্গীপুর শ্রী, শিশু প্রদর্শনী ও পরিপূরক খাদ্য প্রতিযোগিতা।**

আধুনিক কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং পণ্যদ্রব্যের বিরাট সমাবেশ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস অথবা মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন।

অপেরীণ

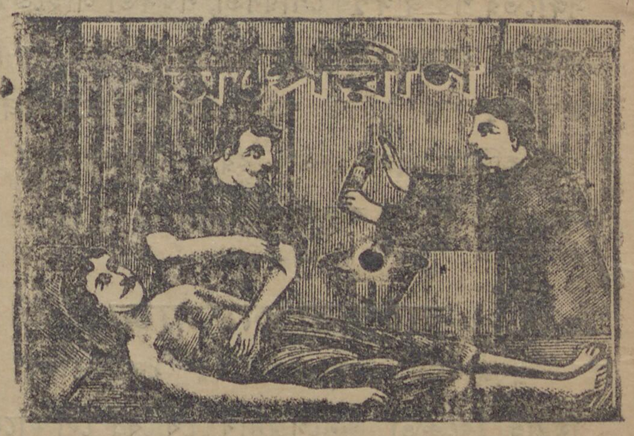

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

শীঘ্র উৎপাদনে অগ্রগতি...

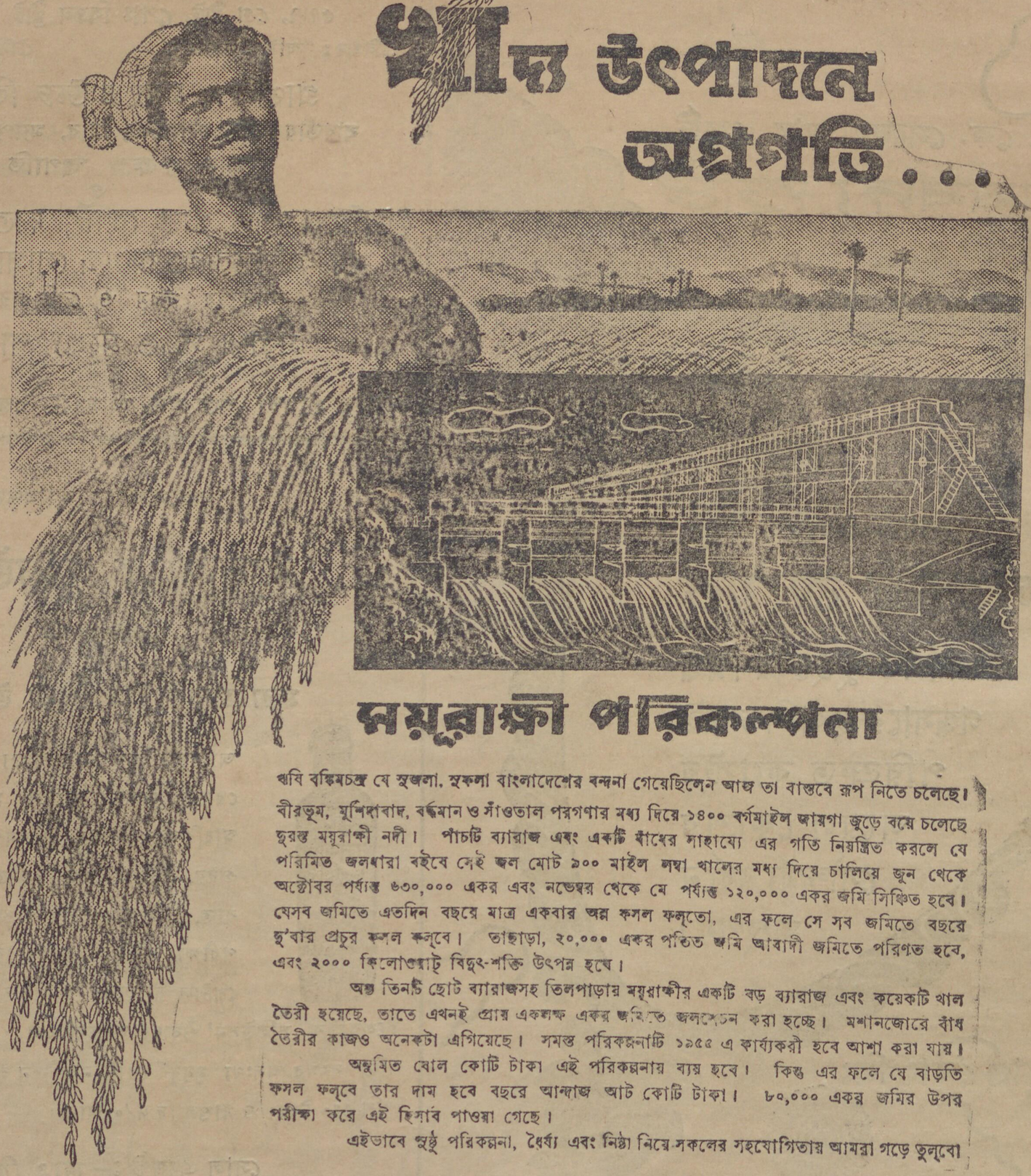

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে সুজলা, সুফলা বাংলাদেশের বন্দনা গেয়েছিলেন আজ তা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে ১৪০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত ময়ূরাক্ষী নদী। পাঁচটি ব্যারাজ এবং একটি বাঁধের সাহায্যে এর গতি নিয়ন্ত্রিত করলে যে পরিমিত জলধারা বইবে সেই জল মোট ৯০০ মাইল লম্বা খালের মধ্য দিয়ে চালিয়ে জুন থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬৩০,০০০ একর এবং নভেম্বর থেকে মে পর্য্যন্ত ১২০,০০০ একর জমি সিঞ্চিত হবে। যেসব জমিতে এতদিন বছরে মাত্র একবার অল্প ফসল ফলতো, এর ফলে সে সব জমিতে বছরে দু'বার প্রচুর ফসল ফলবে। তাছাড়া, ২০,০০০ একর পতিত জমি আবাদী জমিতে পরিণত হবে, এবং ২০০০ কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে।

অন্য তিনটি ছোট ব্যারাজসহ তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষীর একটি বড় ব্যারাজ এবং কয়েকটি খাল তৈরী হয়েছে, তাতে এখনই প্রায় একলক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হচ্ছে। মশানজোরে বাঁধ তৈরীর কাজও অনেকটা এগিয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৫ এ কার্য্যকরী হবে আশা করা যায়।

অনুমিত ষোল কোটি টাকা এই পরিকল্পনায় ব্যয় হবে। কিন্তু এর ফলে যে বাড়তি ফসল ফলবে তার দাম হবে বছরে আন্দাজ আট কোটি টাকা। ৮০,০০০ একর জমির উপর পরীক্ষা করে এই হিসাব পাওয়া গেছে।

এইভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা নিয়ে সকলের সহযোগিতায় আমরা গড়ে তুলবো

সুজলা, সুফলা, শষ্যশ্যামলা

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।